আল্লাহু আকবার

আল্লাহু আকবার

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

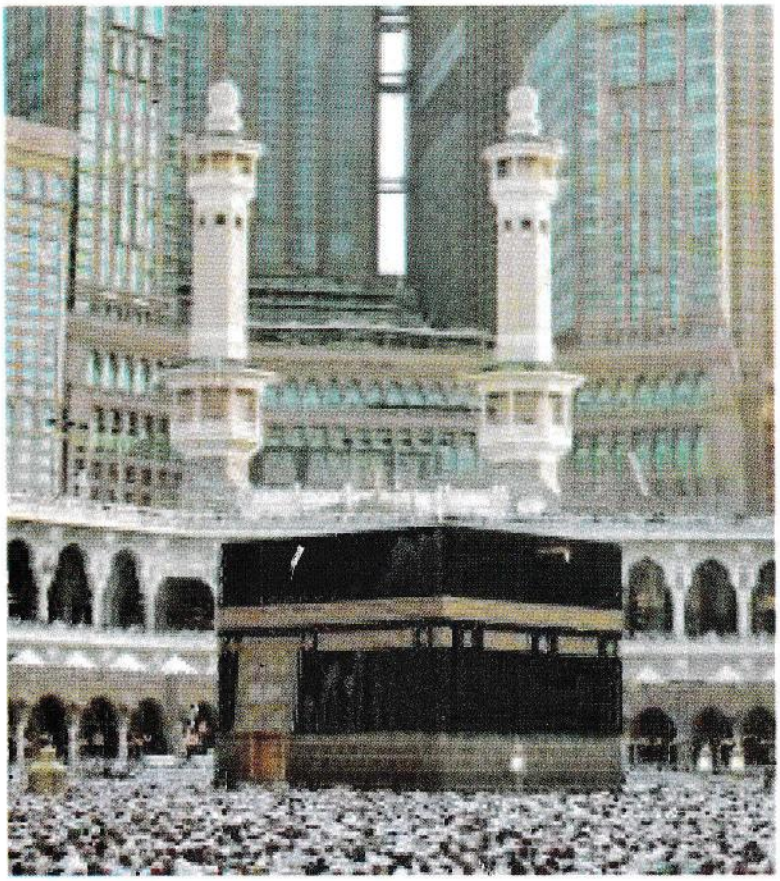

# হজগাইড বাছাই ও কর্মপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা

## ১৪৩৮ হিজরি (২০১৭ খ্রি.)

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

হজ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(Website: www.hajj.gov.bd)

# হজগাইড বাছাই ও কর্মপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা

জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৩৮ হিজরি (২০১৭ খ্রি.) এর ৯.৪ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমনকারী হজযাত্রীদের সুষ্ঠুভাবে হজ সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে হজগাইড নিয়োগের জন্য "হজগাইড বাছাই ও কর্মপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা" প্রণয়ন করলো।

১। **উদ্দেশ্য :**

হজযাত্রীদের সুষ্ঠুভাবে হজ পালনে করণীয়, সফর ও হজ পালনের আনুষঙ্গিক কাজে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য হজগাইড বাছাই ও কর্মপরিধি নির্ধারণ।

২। **যোগ্যতা :**

সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজগাইডকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী বাংলাদেশী মুসলমান, আমলওয়ালা পুরুষ, যাকে পোষাক, সিরাত-সুরাত, আদব-কায়দা ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ) এর অনুসরণকারী হতে হবে। তাঁকে ধার্মিক, নিরপেক্ষ, পরিশ্রমী ও অমায়িক হতে হবে। তাঁকে অবশ্যই হজের আরকান-আহকাম অর্থাৎ হজযাত্রীদের জেদ্দা, মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফা, মুজদালিফা ও জামারায় করণীয় সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, হজ প্যাকেজ, লাগেজরুলস, সৌদি বিধি-বিধান, নাগরিক জ্ঞান, ভ্রমণকালে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় পারদর্শীতাসহ অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হতে হবে। এছাড়াও সরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হজগাইডের জন্য নিম্নোক্ত শর্ত প্রযোজ্য হবে:

(ক) ন্যূনতম একবার হজ/ওমরাহ পালনকারী ৪৫ জন হজযাত্রীর একটি গ্রুপের সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে মনোনয়ন প্রাপ্ত ব্যক্তি হতে হবে;

**অথবা** প্রার্থীকে ন্যূনতম একবার হজ পালনকারী অনধিক ৬০ বছর বয়স্ক হতে হবে। তাকে গ্রাজুয়েট বা ফাযিল/কামিল/দাওরায়ে হাদীস/কুরআনের হাফেজ/মসজিদের ইমাম হতে হবে এবং কমপক্ষে ২৫ জন হজযাত্রী সংগ্রহ করতে হবে। এই ২৫ জন হজযাত্রী সংগ্রহকারীকে হজগাইড নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে নির্ধারিত গ্রুপের অবশিষ্ট ২০ জন হজযাত্রীর অনাপত্তি বা মৌন সম্মতি গ্রহণ করতে হবে;

(খ) হজ এজেন্সীর স্বত্ত্বাধিকারী/অংশীদার/এজেন্ট/মোনাজ্জেম কোনক্রমেই হজগাইড হতে পারবেন না;

(গ) একজন দক্ষ হজগাইড হিসেবে "জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটি" কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে;

(ঘ) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রত্যেক হজগাইডকে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সংবলিত অঙ্গীকারনামা নির্ধারিত ফরমে (**হজের ওয়েবসাইটে** www.hajj.gov.bd-এর ফরমসমূহ লিংক হতে ডাউনলোড করা যাবে) দাখিল করতে হবে; যাতে ২ (দুই) জন জামিনদারের ঠিকানা উল্লেখপূর্বক মোবাইল নম্বরসহ স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(ঙ) সরকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনীত হজগাইডকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ হজ প্রশাসনিক দল ও কাউন্সেলর (হজ) সৌদি আরবের তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৩। **সরকারি ও বেসরকারি হজগাইডের দায়িত্ব ও কর্তব্য:**

(ক) যে সকল হজযাত্রী একইসঙ্গে সফর করতে চাঁন তাঁরা যেন "মাহরামসহ একইসঙ্গে হজে যাওয়ার জন্য নিবন্ধন ফরম" টি যথাযথভাবে পূরণ করে তাঁদের নিবন্ধন সম্পন্ন করেন, সে ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করবেন। হজগাইডকে নিজ গ্রুপের ৪৫ জন হজযাত্রীর জিম্মাদার/গাইড হিসেবে কাজ করতে হবে। হজযাত্রীর পাসপোর্ট না থাকলে তা সংগ্রহ করার কাজে সাহায্য করতে হবে। পাসপোর্টে অবশ্যই জাতীয় পরিচয়পত্র এবং প্রবাসী বা অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সীদের জন্য জন্মনিবন্ধন নম্বরটি উল্লেখ আছে কিনা; তা হজযাত্রীকে পরামর্শ দিতে হবে। সৌদি ভিসা লজমেন্টে জটিলতা দূর করার জন্য NID অনুযায়ী পাসপোর্ট করা এবং পাসপোর্টের তথ্য পাতা স্ট্যাপলার পিন দিয়ে গাঁথা বা অন্য কোনভাবে ছিদ্র না করার পরামর্শ দিতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক হজযাত্রীদের নিবন্ধন কাজে সহায়তা, নিবন্ধন করার পর সৌদি ভিসা প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ঢাকা হজ অফিসে পাসপোর্ট প্রদান করা, আঙ্গুলের ছাপ ও ইলেক্ট্রোনিক মেডিকেল ফাইল প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তদারকি করতে হবে। তিনি হজযাত্রীদেরকে অনুরোধ ও মোটিভেশনের মাধ্যমে সকল দায়িত্ব সম্পাদনে সাহায্য করবেন। তবে কোন হজগাইড কোন হজযাত্রীর ব্যক্তিগত কাজে সংশ্লিষ্ট হবেন না। হজযাত্রীর নিকট হতে কোন বখশিস/ অর্থ/ উপহার দাবী কিংবা গ্রহণ করতে পারবেন না। তিনি মোবাইল সিম, খাওয়া, কুরবানী বা অন্য কোন আর্থিক লেনদেন/ ব্যবসার সাথে জড়িত হবেন না এবং হজযাত্রীদের কুরবানীর অর্থে সৌদি আরবস্থ ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কুপন ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

(খ) হজযাত্রীদের সাথে বিনীত, নম্র ও ভদ্র আচরণ করতে হবে। সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন কাজে সম্পৃক্ত/ প্ররোচনা দেয়া যাবে না। এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে তাঁকে তাৎক্ষণিক দায়িত্বচ্যুতিসহ দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) হজযাত্রীদের হজের আরকান-আহকাম সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল দায়িত্ব পালনে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক হজগাইডকে শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসারী হতে হবে;

(ঘ) প্রত্যেক হজগাইডকে গ্রুপের হজযাত্রীদের হজের আরকান-আহকাম ও সফরের করণীয়/বর্জনীয় বিষয় সম্পর্কে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় নিজ জেলায় বাস্তব প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে;

(ঙ) হজগাইডকে হজযাত্রা শুরুর পর থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত নিজ দলের হজযাত্রীদের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করতে হবে;

(চ) সফরে প্রতিদিনের আমল সম্পর্কে গ্রুপের হজযাত্রীদেরকে নিয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে দিনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক দিন পূর্ববর্তী দিনের কার্যক্রমের পর্যালোচনা করতে হবে;

(ছ) হারানো হাজী খুঁজে বের করা ও অসুস্থ হাজীদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে। হজগাইড হাজীদের পথ প্রদর্শক ও পরামর্শক হিসেবে কাজ করবে;

(জ) গ্রুপের হজযাত্রীদের নাম, ঠিকানা, পাসপোর্ট ও মোবাইল নম্বর এবং মক্কা-মদিনার গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ম্যাপ, সৌদি আরবে বাংলাদেশ হজ অফিসসমূহের ফোন ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। হজগাইডের সৌদি মোবাইল নম্বর গ্রুপের সকল হজযাত্রীকে জেদ্দায় পৌঁছানোর সাথে সাথে জানিয়ে দিতে হবে;

(ঝ) সৌদি আরবে অবস্থানকালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ হজ প্রশাসনিক দল ও কাউন্সেলর (হজ), সৌদি আরবের তত্বাবধানে অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং দেশে অবস্থানকালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে;

(ঞ) হজগাইডকে জেদ্দা, মক্কা ও মদীনায় বাংলাদেশ হজ অফিসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে;

(ট) হজগাইডদের জন্য নির্ধারিত ইউনিফর্ম ও ফ্ল্যাগ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে;

(ঠ) হজগাইডদেরকে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় হজ পূর্ব প্রশিক্ষণে (ধর্মীয়, প্রশাসনিক কার্যাবলী, মিনা/ আরাফার ম্যাপ, হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) করণীয়, হজ ব্যবস্থাপনার ধাপ ইত্যাদি) অংশগ্রহণ করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে হবে;

(ড) বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যেক হজগাইডকে হজ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম উল্লেখপূর্বক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে;

(ঢ) এছাড়াও জরুরি প্রয়োজনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে কোন সময় যে কোন ধরনের দায়িত্ব/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হলে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

৪। **সরকারি হজগাইড নির্বাচন ও ব্যবস্থাপনা:**

(ক) প্রতি জেলায় হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য প্রতি ৪৫ জনে ১ জন দক্ষ হজগাইড নির্বাচন করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি/ নির্দেশিকার আলোকে অনুচ্ছেদ-২ বর্ণিত যোগ্যতা এবং অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হজগাইড হিসেবে নিয়োগ পেতে আগ্রহী ব্যক্তির নিকট থেকে দরখাস্ত গ্রহণ করতে হবে। জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটির সভাপতির অনুমোদনক্রমে জেলা/আঞ্চলিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফিস এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করত: সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং জেলার সকল গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

(খ) জেলা পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে হজগাইড নির্বাচন উপলক্ষে প্রত্যেক জেলায় ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি **'জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটি'** থাকবে। জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটির সভাপতি হবেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা তাঁর মনোনীত একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক। তবে সভাপতিকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে এবং সদস্য-সচিব হবেন সংশ্লিষ্ট জেলার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের

উপ-পরিচালক। উপ-পরিচালক না থাকলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক অথবা সভাপতি কর্তৃক মনোনীত যে কোন কর্মকর্তা। কমিটির অপর সদস্য হবেন সভাপতি কর্তৃক মনোনীত জেলার খ্যাতনামা মাদ্রাসার প্রধান অথবা জেলার কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব/পেশ ইমাম। প্রয়োজনে জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটির সভাপতি ইসলাম ধর্মীয় প্রাজ্ঞ ও খ্যাতনামা সর্বোচ্চ ২(দুই) জন ব্যক্তিকে এ কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

(গ) অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন এবং অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম প্রার্থীকে জীবন বৃত্তান্তের সাথে পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদির সত্যায়িত কপিসহ মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটির সভাপতি বরাবরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে **(হজের ওয়েবসাইট www.hajj.gov.bd.** এর ফরমসমূহ লিংক হতে ডাউনলোড করা যাবে) লিখিত আবেদন করতে হবে;

(ঘ) হজগাইড হতে আগ্রহী ব্যক্তিকে হজযাত্রার শুরু থেকে একাধিক্রমে সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের জন্য দায়িত্ব পালন করতে হবে বিধায় ঐ সময়ের জন্য তিনি কর্মরত হলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ছুটি মঞ্জুরের প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে;

(ঙ) হজযাত্রীদের ঢাকা ও জেদ্দা বিমানবন্দর, মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফা, মুজদালিফা, জামারায় করণীয়, লাগেজরুলস, সৌদি আরবের বিধি-বিধান, নাগরিক জ্ঞান, ভ্রমণকালে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ এবং প্রার্থীর সেবা করার মনোভাব পরীক্ষা করতে হবে;

(চ) জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রতি গ্রুপের (গড়ে ৪৫ জন হজযাত্রী) জন্য একজন প্রধান প্রার্থী এবং সম্ভব হলে একজন অপেক্ষমান প্রার্থীর নাম সুপারিশ করবে। যে এলাকার হজযাত্রী সে এলাকার বা নিকটবর্তী এলাকার আবেদনকারি/আবেদক ব্যক্তি হজগাইড হিসেবে সুপারিশে প্রাধান্য পাবেন। জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটি সুপারিশের যৌক্তিকতা উল্লেখ করবে;

(ছ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যেতে ইচ্ছুক এমন ৪৫ জন ব্যক্তি যারা নিবন্ধিত হয়েছেন তাঁরা একত্রিত হয়ে তাঁদের পছন্দমত (যিনি তাঁদেরকে সংগ্রহ করেছেন) কোন ব্যক্তিকে হজগাইড হিসেবে মনোনয়নের জন্য প্রস্তাব দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে ৪৫ জন হজযাত্রী তাঁদের নাম ঠিকানা দিয়ে গ্রুপ গঠন করবেন এবং তাঁদের মনোনীত হজগাইডের নাম লিখিতভাবে জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটিকে জানাতে পারবেন (তবে এক্ষেত্রেও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ওয়েবসাইটে **www.hajj.gov.bd.** প্রদত্ত হজগাইড আবেদনের ফরম ব্যবহার করতে হবে)। এ ধরণের আবেদন যাচাইঅন্তে হজযাত্রীদের পছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়ে জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটি প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে এ সকল হজযাত্রীদের গাইড হিসেবে নিবন্ধন সার্ভারে তথ্য পূরণ করে প্রিন্ট আউটকৃত ফরমটিতে স্বাক্ষরসহ সুপারিশ করবে;

(জ) যেক্ষেত্রে গড়ে ৪৫ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন করে হজগাইড নির্বাচন করা জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটির পক্ষে সম্ভব হবে না সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় হজগাইড নির্বাচন কমিটি উক্ত হজগাইড নির্বাচন কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন;

(ঝ) গ্রুপ গঠনে পর্যাপ্ত সংখ্যক হজযাত্রী পাওয়া না গেলে নিকটবর্তী জেলার হজযাত্রীদের সাথে সমন্বয় করে কেন্দ্রীয় হজগাইড নির্বাচন কমিটি হজগাইড নির্বাচন করবে;

(ঞ) জেলা প্রশাসক ও সভাপতি জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটি সরকারি হজগাইড নির্বাচনের সুপারিশ করবেন। তিনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন সার্ভারে অনলাইনে ইলেক্ট্রোনিকভাবে হজগাইডের তথ্য পূরণ করে হজগাইডদের সুপারিশ ফরম প্রিন্ট করবেন ও তা স্বাক্ষর করে হজযাত্রী নিবন্ধন কাজ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিচালক, হজ অফিস, বিমানবন্দর, ঢাকায় প্রেরণ নিশ্চিত করবেন;

(ট) হজগাইড নির্বাচনের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি **"কেন্দ্রীয় হজগাইড নির্বাচন কমিটি"** গঠন করবে। এই কমিটি চূড়ান্তভাবে হজগাইড নির্বাচনের লক্ষ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করবে;

(ঠ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হিজরি শাবান মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে হজগাইড নিয়োগ করবে এবং নিয়োগপ্রাপ্ত হজগাইডগণ হিজরি শাবান মাসের শেষ তারিখের মধ্যে হজ অফিস, ঢাকায় প্রয়োজনীয় ফরম, অঙ্গীকারনামা, পাসপোর্ট ইত্যাদি জমা দিয়ে রিপোর্টিং সম্পন্ন করবেন;

(ড) জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি/প্রার্থী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আবেদন করলে কেন্দ্রীয় হজগাইড নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে জেলা হজগাইড নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণসমূহ এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে শুনানী গ্রহণ করতঃ কেন্দ্রীয় হজগাইড নির্বাচন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(ঢ) প্রত্যেক হজগাইড সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রযোজ্য প্যাকেজের হজযাত্রীর মত সুযোগ-সুবিধা (যেমন- বিমান ভাড়া, সৌদি আরবে প্রদত্ত বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি, বাড়ি ভাড়া, খাওয়া, অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি) পাবেন। এর অতিরিক্ত কোন ব্যয় সরকার বহন করবে না;

(ণ) নির্বাচিত হজগাইডের মেশিন রিডেবল আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট থাকতে হবে। বিশেষ অবস্থায় গাইডের নিকট হতে নির্ধারিত হারে ফি আদায় করা হতে পারে। তদুপরি প্রয়োজনবোধে সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত অন্যান্য প্রয়োজনীয় অর্থও পরিশোধ করতে হতে পারে;

(ত) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক হজগাইডকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তত্বাবধানে হজ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে (ধর্মীয়, প্রশাসনিক কার্যাবলী, মিনা/আরাফার ম্যাপ, হজ ব্যবস্থাপনা ইনফরমেশন সিস্টেমে (HMIS) করণীয়, হজ ব্যবস্থাপনার ধাপ ইত্যাদি) অংশগ্রহণ করতে হবে;

(থ) হজগাইড নির্বাচনসহ সকল বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৫। **<u>সরকারি ও বেসরকারি হজগাইডের অপরাধ, শাস্তি ও রিভিউ:</u>**

(ক) কোন হজগাইড জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, হজ প্যাকেজ ও এই নির্দেশিকাসহ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত যেকোন আদেশ/ নিষেধ/ নির্দেশনার প্রতি অবজ্ঞা/ শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা অমান্য করলে হজগাইড ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর বিরুদ্ধে সরকার কতৃক যে কোন আইনগত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

(খ) সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী/হাজীদের জন্য নিয়োজিত কোন হজগাইড যথাযথ দায়িত্ব পালন না করলে/ দায়িত্ব পালনে অপারাগ হলে কিংবা অন্য কোন কারণে দায়িত্বচ্যুত হলে তাঁকে তাৎক্ষণিক দেশে ফেরত প্রেরণ করা হবে এবং তাঁর অনুকূলে ব্যয়িত সমুদয় সরকারি অর্থ আদায় করা হবে;

(গ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উক্ত হজগাইড/এজেন্সী শাস্তির আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরে রিভিউ আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে প্রদত্ত শাস্তির আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারবে।

৬। সৌদি আরবে অবস্থানকালে হজগাইডের আকস্মিক মৃত্যু অথবা দুর্ঘটনার কারণে অক্ষম অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে গ্রুপচ্যুত হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ সমঝোতার ভিত্তিতে হজযাত্রীদের মধ্য হতে একজন হজযাত্রীকে কাউন্সেলর (হজ) প্রশাসনিক দলের দলনেতার পরামর্শক্রমে সহযোগী হজগাইড হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন অথবা পার্শ্ববর্তী হজগাইডকে দায়িত্ব দিতে পারবেন।

৭। বেসরকারি হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হজ এজেন্সী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হজগাইডদের যোগ্যতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য, সুযোগ-সুবিধা এবং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য আইনানুগ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা অনুসরণীয়। এক্ষেত্রে বেসরকারি হজগাইডদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণে এজেন্সী অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং হজগাইডদের যাবতীয় ব্যয়ভার এজেন্সী বহন করবে।

মো: আব্দুল জলিল
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তারিখ: ২২ ফাল্গুন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
০৬ মার্চ, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.১১.০০৭.১৬-৩৬৮

**অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):**

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন বিমান বন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব/সচিব, সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ.....।
৫. সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, ঢাকা।
৬. মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরব।
৭. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ ময়মনসিংহ।
৯. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১১. প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।
১২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ সিইও, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি:, বলাকা ভবন, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
১৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ ভাইস-প্রেসিডেন্ট..... ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (এ বিষয়ে তাঁর আওতাধীন শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৪. যুগ্মসচিব (সকল) .....ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৫. কনসাল জেনারেল, কনস্যুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ, জেদ্দা, সৌদি আরব।

১৬. কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা, সৌদি আরব।

১৭. পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

১৮. জেলা প্রশাসক (সকল).....।

১৯. পরিচালক, হজ অফিস, বিমানবন্দর, ঢাকা।

২০. পুলিশ সুপার, (সকল).....।

২১. সিভিল সার্জন (সকল).....।

২২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল).....।

২৪. মাননীয় সভাপতির একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

২৫. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৬. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২৭. উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন (সকল জেলা).....।

২৮. কান্ট্রি ম্যানেজার, সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স, বাংলাদেশ, ঢাকা।

২৯. উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (এই নির্দেশিকাটি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৩০. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার (সকল).....।

৩১. সভাপতি/মহাসচিব, হজ এজেন্সীজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), ঢাকা, সাত্তারা সেন্টার (১৬ তম তলা), হোটেল ভিক্টোরি, ৩০/এ নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা (সকল হজ এজেন্সীকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।

৩২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজনেস অটোমেশন লি:, ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা (সংযুক্ত নির্দেশিকাটি হজের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।

৩৩. সম্পাদক/বিজ্ঞাপন ম্যানেজার দৈনিক..... পত্রিকা (সংযুক্ত নির্দেশিকাটি তার পত্রিকার নির্দিষ্ট কলামে ১ (এক) দিনের জন্য..... পাতায় প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।

৩৪. স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক,.....।

৩৫. জনাব.....।

**মো: আবুল হাসান**
সিনিয়র সহকারী সচিব
(হজ-১)
ফোন: ৯৫৮৪৩২২
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।